**‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট'-২০১৩**

**এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ**

**প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট'-২০১৩**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রবিবার, ০২ মার্চ, ২০১৪, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ,

অভিভাবকবৃন্দ,

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ,

ছোট্ট সোনামনিরা এবং

সমবেত সুধিমন্ডলী।

 আসসালামু আলাইকুম।

‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট'-২০১৩ এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট'-২০১৩-এর ফাইনাল খেলায় উপস্থিত দর্শক, আয়োজক, অংশগ্রহণকারী ও ছোট্ট সোনামণিদেরকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ স্বাধীনতার মাস। একাত্তরের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন করে।

 আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি চার জাতীয় নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু'লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

সুধিমন্ডলী,

সুস্থ-সবল দেহ-মনের জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য। খেলাধুলা শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যাবসায়, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। অপরাধ প্রবণতা কমায়। মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব থেকে তরুণ সমাজকে মুক্ত রাখে। সে লক্ষ্য নিয়েই এ দুটি বার্ষিক টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী, প্রতিযোগিতা ও দলগত মনোভাব, ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠবে। স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এ উৎসাহ থেকেই তারা জানতে পারবে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী ইতিহাস ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাস।

সুধিমন্ডলী,

ফুটবল খেলা আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। জাতির পিতা এবং আমার দাদা ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। জাতির পিতা স্কুল জীবনে অসংখ্য ফুটবল ম্যাচ খেলেছেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে তাকে হায়ার করে নেওয়া হত। আমার ভাই শহীদ শেখ কামাল আবাহনী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। শহীদ শেখ জামাল ও শহীদ শেখ কামাল ফুটবলসহ ক্রীড়া সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ফুটবল, ভলিবল, হকি খেলতেন। আমার মা বঙ্গমাতা ছিলেন তাঁদের নিরন্তর প্রেরণার উৎস। সবমিলিয়ে খেলাধুলা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও অত্যন্ত সফলভাবে ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' শেষ হচ্ছে। এ জন্য আমি আয়োজকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এ দুটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এরফলে তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশব্যাপী শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। তারা আত্মবিশ্বাসী হচ্ছে। যে কারনে প্রতিবছর টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যাও বাড়ছে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে এবারের খেলা শুরু হয়েছে ২০১৩ সালের জুন মাসে। ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট'-এ অংশ নিয়েছে ৬২ হাজার ২০৭টি টিম। আর ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট'- এ অংশ নিয়েছে ৬২ হাজার ২৬১টি টিম যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

সুধিবৃন্দ,

 আমরা সবসময়ই শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। গত পাঁচ বছরে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত স্টেডিয়াম নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, খুলনায় শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামসহ দেশব্যাপী বহু স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি আমরা কক্সবাজারে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ‘শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম' উদ্বোধন করেছি।

শিশু ক্রীড়াবিদদেরও নিবিড় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আমরা খেলাধুলার প্রসারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করেছি। বিকেএসপি ও শারিরিক শিক্ষা কলেজ সমুহের সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছি। ফলে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ক্রীড়া অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে।

দেশের ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহের নির্বাচন হয়েছে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সামর্থ্য এখন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেডারেশন কাপ, প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ, সুপার কাপ, স্বাধীনতা কাপ, ডানন ন্যাশনাল কাপসহ অসংখ্য টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সফলভাবে আয়োজন করছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমাদের ফুটবল সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলছে। ফিফার র‌্যাংকিং-এ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এশিয়ান গেমস, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ, লন্ডন অলিম্পিকসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বহির্বিশ্বে দেশের ফুটবলের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করছে। নারীরাও ফুটবলে পিছিয়ে নেই। জাতীয় মহিলা ফুটবল দল ফিফার র‌্যাংকিং-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেটেও এগিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরাও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে আনছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকে বাংলাদেশ দল ফুটবল ও ক্রিকেটে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাঁরা এ অলিম্পিকে ৭৭ টি স্বর্ণ, ২৫ টি রৌপ্য এবং ১০ টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা শিক্ষার মান উন্নয়নে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করেছি। বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন রঙ্গিন বই বিনামূল্যে তুলে দিচ্ছি। প্রায় শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। প্রতিবছর প্রাথমিক সত্মরে প্রায় ৭৯ লক্ষ, মাধ্যমিকে ৪০ লক্ষ এবং উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৩ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে।

আমরা ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এর ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেছি। বিদ্যালয়বিহীন এলাকাসমূহে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, উপবৃত্তির কোটা বৃদ্ধি, নতুন পিটিআই স্থাপন, পুরোনো স্কুলসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্লাসরুম সংখ্যা বৃদ্ধিসহ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বই ই-বুকে রূপান্তর করেছি। অনলাইনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিক্ষকদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরীক্ষার ফল ওয়েবসাইট, এসএমএস ও ই-মেইলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪ তে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্য স্থির করেছি।

শিক্ষক- শিক্ষিকাবৃন্দ,

আপনারা হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়ে এখন ঝরে পড়ার হার কমেছে। শিক্ষার গুণগত মান বেড়েছে। জাতির পিতা বলতেন সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চাই। আপনারা হচ্ছেন সেই সোনার মানুষ। নিবেদিতপ্রাণ কারিগর। শিশুদেরকে বিশ্বমানের যোগ্যতা ও দক্ষতার সমন্বয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতা আমি আশা করছি।

আমার ছোট্ট সোনামনিরা,

তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। একদিন তোমরাই এ দেশটাকে চালাবে। তোমরা নিজেদেরকে সেই যোগ্যতায় গড়ে তোল যাতে তোমাদের হাতে এ দেশ সমৃদ্ধি আর শান্তিতে ভরে ওঠে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ জাগাতে হবে যাতে শান্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে। প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে আপন করে নেবে। পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তোমাদের নিজেদের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলবে - তোমাদের প্রতি এ আমার প্রত্যাশা।

যে সব দল মাঠে আছ তোমরা অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে এই জাতীয় পর্যায়ে খেলায় জন্যে উত্তীর্ণ হয়েছ। আজকের খেলার চ্যাম্পিয়ন দল দুটিকে আমি অভিনন্দন জানাই। একই সাথে রানার্স আপ দল দুটিকেও জানাই অভিনন্দন।

এ দুটি টুর্নামেন্টে সফলতার যে যাত্রা শুরু হয়েছে তা যেন আমরা অব্যাহত রাখতে পারি -এ প্রত্যাশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।